১৪-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা- অসীম-বেহদের রাত এখন সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হতে চলেছে, তাই তোমাদেরও এখন নিজধামে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে। অতএব এখন বিভিন্ন তীর্থ-ধামের দরজায়-দরজায় ধাক্কা খাওয়া বন্ধ করো।"

প্রশ্ন :- কোন্ অভ্যাসের আধারে তোমরা বাচ্চারা কর্ম-কর্তব্যের সেবা, খুব ভালো ভাবে সম্পন্ন করতে পারো ?

উত্তর :- যদি কম করেও ৮ ঘন্টা অবধি পরমাত্মার স্মরণে থাকার অভ্যাসে অভ্যাসী হওয়া যায়, তাহলে কর্ম-কর্তব্যের সেবাও খুব ভালো ভাবে করা সম্ভব হবে, কেননা একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা ও শান্তির ভাইব্রেশন (বাতাবরণ) ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায়, এই কারনেই এই পবিত্র যাত্রায় কখনো ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত ভাব মনে আনবে না। শারীরিক ভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর দেহী-অভিমানী হওয়ার প্রয়াস করতে থাকতে হবে।

*গীত :- নিশীথ রাতের যাত্রীরা, তোমরা নিজেদেরকে ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত ভেবো না..... *

ওঁম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবার সাবধান বাণী শুনল। বাবা বাচ্চাদেরকে, 'নিশীথ রাতের পথিক' এই সম্বোধনে সাবধানী বাণী শোনাচ্ছেন। কেননা এবার তো বাচ্চাদের আবার আলোর দিন শুরু হতে চলেছে। বর্তমানের এই সঙ্গম সময়টাই হলো অসীম বেহদের অন্ধকারময় রাত আর নতুন দিনের সঙ্গমের সময়। যে সময়ে অসীম বেহদের নিশীথ রাত শেষ হয়ে দিনের আলোর স্থাপনা হতে চলেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের (আত্মাদের) আবার নিজধামে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে। যার জন্যই তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছ, কিন্তু পরমাত্মার নাম ও রূপ পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণে কোথাও তোমরা তাঁকে খুঁজে পাওনি। কিন্তু, এখন তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা এসে আমাদের সেই রাত অর্থাৎ কলিযুগ থেকে আলোর সত্যযুগে যাওয়ার দিশা দেখাচ্ছেন। বাবা বাচ্চাদের আরও বোঝাচ্ছেন যে, ভ্রষ্টাচারী তাদেরকেই বলা হবে, যারা বিকার কর্ম-কান্ডের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। ভারতবাসীরা তো নিজেদের পরমপিতা পরমাত্মাকেই ভুলে গেছে। তারা তো এটাও ভুলে গেছে যে, প্রকৃত গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিববাবা। ভুলে যাওয়ার কারণেই তারা নিরাকার শিববাবার বদলে শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে গীতায়। এটাই হল সব থেকে বড় ভুল, যার কারণে অর্ধকল্প ধরে, আমাদের এই দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে এই ভুলের নিমিত্তে। কারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে ভক্তিমার্গে চলতে থাকে। যদিও এ সবই অবিনাশী ড্রামাতে খোঁদিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েই আছে। যদি শিববাবাকে সঠিক ভাবে জানতে পারো, তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা বি কে-রা এখন সেই বাবাকে জানতে পেরেছ। এখন শ্রীকৃষ্ণও যদি তার নিজের রূপেই আসে, তখন সকল আত্মাই তাকে অতি সহজেই চিনতে পারবে। কিন্তু কখনও আবার এমনও হয় যে, তোমরা বি কে রাও শ্রীকৃষ্ণের ছদ্মবেশ দেখে বাবাকে ভুলে যাও। এদিকে জগতের মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সর্বদাই তাকে মনে রাখে। তারা তো শ্রীকৃষ্ণকে জগতের মালিক ভাবার কারণে এটাও বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণই তাদেরকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যাবে। তারা কেউ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়তেও পারে না। কিন্তু তোমাদের (বিকে দের) খুব ভালো ভাবে

এইসব যুক্তিসহ অন্যদেরকে তা বোঝাতেও হবে। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণেরাও যদি সঠিক ভাবে বোঝাতে অক্ষম হও, তাহলে তো সেটা (ডিস-সার্ভিস) অহিতসাধন হয়ে যাবে, -- তাই না! কেন না তোমরা নিজেরাই পরমাত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলে অন্যদেরও সঠিক হিসাব বোঝাতে পারবে না। এই সময় সকল আত্মাই পতিত হয়ে আছে। তাই তো তারা গানও গায়, 'পতিত-পাবন সীতারাম' এই বলে। কিন্তু তাদের পবিত্র কে বানাতে পারেন, সে বিষয়ে সম্যক্ কোনো ধারণাই নেই। আর তাই তো তারা শ্রীকৃষ্ণকেই গীতার ভগবান মনে করে। রামের তো কোনো শাস্ত্র নেই। অথচ এমন তো বলে না যে রামায়ণ রামচন্দ্রের শাস্ত্র। রামচন্দ্র তো ক্ষত্রিয় ধর্মও স্থাপন করেন নি। ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ক্ষত্রিয় এই তিনটি ধর্মকে একসাথে স্বয়ং শিববাবা স্থাপন করেন। তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই এই বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়েছ। রাজা-রাণী তো একজন করেই হবে, আর বেশিরভাগই প্রজা ও দাস-দাসীতে পরিণত হবে। পূর্বে রাজাদের কাছে অনেক দাস-দাসী থাকতো, তাদের মনোরঞ্জন ও নৃত্য পরিবেশন করার জন্য। নৃত্য ইত্যাদিতে শখ সেখানে অনেকেরই থাকে । তবে রাজা-রাণীর সংখ্যা সেখানে কম। যেহেতু সব যুগেই নৃত্যকলার খুবই কদর আছে। কিন্তু, রাজা-রাণীর সংখ্যা তো খুবই কম হয়। যে সকল আত্মারা নিজেরা সঠিক রীতিতে খুব ভালোভাবে তা বোঝার সাথে সাথে অপর আত্মাদেরও তা সঠিক ভাবে বোঝাতে সক্ষম হন, তারাই সেই রাজা-রাণীর পদ প্রাপ্ত করেন। প্রদর্শনীর সেবার দ্বারা এটা বোঝা যায় যে কোন্ কোন্ আত্মা খুব সুন্দর রীতিতে এসব বোঝাতে সক্ষম। সর্বপ্রথমে এটাই বোঝাতে হবে যে, ঈশ্বরকে না জানার কারণে জগতের মানুষ যে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, তারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানার কারণে স্বর্গের রচয়িতা নিরাকার শিববাবার নামকেই লুপ্ত করে দিয়েছে। সেই বিষয়েও সবাইকে সঠিক ভাবে বোঝাতে হবে। তাদের এটাও বোঝাতে হবে যে, একমাত্র নিরাকার শিববাবাই এই সবকিছুর রচয়িতা, তাই কেবল এই এক ও একমাএ তাঁকেই স্মরণ করতে হবে, তিঁনিই যে সকল আত্মাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ লেখার কারণেই জগতের মানুষ হাতে গীতা নিয়েও মিথ্যা শপথ নেয়। এখন তোমরাই বলো, শ্রীকৃষ্ণ না নিরাকার শিববাবা কি সত্যই সর্বত্র বিরাজমান! নাকি তিঁনি পরমধামের নিবাসী! এই বিষয়ে সবাই যথেষ্ট শংশয়াতীত। বাচ্চারা, এখন এইভাবেই তোমাদের (বি কে দের) সকাল সকাল উঠে বোঝানোর অভ্যাস করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, রাজা জনকের কাহিনীতে বলা হয়েছে, অষ্টাবক্র মুনী নাকি রাজা জনককে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো কোনো ব্রহ্ম-জ্ঞান অবশ্যই নয়, যা হলো ব্রহ্মা জ্ঞান। আর ব্রহ্মা কুমারীরাও যে জ্ঞান দিয়ে থাকে, তাও কিন্তু তাদের নিজস্ব জ্ঞান নয়। জগতের মানুষ তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা কখনোই নয়। এক ঈশ্বর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে আমরা শিববাবা বলি। ব্রহ্ম হল তত্ত্বের-স্বরূপ। এসব কথা অবশ্য ক্ষীণ বা ভোঁতা বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারা বুঝতেই পারবে না। অবশ্য নিদেনপক্ষে, তারা দাস-দাসী তো হবেই, যা পুরুষার্থের নম্বরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। *তাই এটা ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা ব্রাহ্মণেরা বাবার জ্ঞান সকল আত্মাদেরকে সঠিক ভাবে বোঝাতে অক্ষম হই, তাহলে আমাদের অভিনয়ের ভূমিকা সেই অনুযায়ী পিছনের দিকে থাকবে*। তাই তোমাদেরও কঠোর পুরুষার্থ করতে হবে। *সমগ্র দুনিয়াতে যা কিছু শেখানো হয়, সে সবই হল দেহ-অভিমানকে কেন্দ্র করে*। কিন্তু একমাত্র তোমারা ব্রাহ্মণেরা হলে দেহী-অভিমানী। আবার তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। আত্ম-অভিমানীরাই অন্য আত্মাদের বাবার জ্ঞান সঠিক ভাবে শোনাতে পারেন। আত্মা তার ইন্দ্রিয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কথা বলে থাকে। যেমন কোনো আত্মা বলে, আমার ইন্দ্রিয়ের (শ্রবণ) একটা অঙ্গ (কান) খারাপ থাকায় আমি কিছু শুনতে পাই না। সুতরাং দেহী-অভিমানী

হওয়ার জন্য পুরুষার্থের কষ্ট তো করতেই হবে। যেমন সত্যযুগের সকল আত্মাই হল দেহী-অভিমানী। যদিও সেখানে তখন পরমাত্মার এই জ্ঞান থাকেও না। বাবা জানাচ্ছেন -- প্রয়োজন না থাকায় তখন তাঁকে কেউ মনেও রাখে না। মনে করা বা স্মরণ করা একই কথা। জগতের আত্মারা হাতে মালা নিয়ে মুখে রাম রাম করে। কিন্তু, সেখানে (সত্যযুগে) তো রাম রাম বলাটাও ভুল, 'শিববাবা' এই অক্ষরটাই হল সঠিক। কিন্তু তাই বলে সব সময় আবার শিব শিবও করবে না, কারণ তাঁকে স্মরণ করার জন্য নাম ধরে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাবাকে স্মরণ করাটা - এটাই হলো এক স্মরণের যাত্রা। জগতের লোকেরা যেমন শারীরিক যাত্রা করলেও মনে রাখে। আমরা যেমন অমরনাথে গেলে তার মহিমা তো অবশ্যই করি - তাইনা! তবে তোমাদের এইসব কোনও কিছুই জপ্-তপ করতে হয় না। যেহেতু তোমরা তো জেনেই গেছো যে,অবিনাশী এই নাটক এবার সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের ৮৪ জন্মও পুরো হয়েছে। তাই এবার এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। জন্ম-চক্রের এই অভিনয় করতে করতে আত্মারা পতিত-আত্মায় পরিণত হয়। বাবা বলেন, এই যে মনুষ্য সৃষ্টি রূপী কল্প-বৃক্ষ আছে, তার এখন খুবই জরা-জীর্ণ অবস্থা, তার প্রধান কান্ডটাই তো পঁচে গিয়েছে। অবশ্য শাখা-প্রশাখা সতেজ আছে। তবে তারাও তো বর্তমানে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কারণ কল্প-বৃক্ষের আয়ুও যে এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে। আবার নতুন করে শুরু থেকে এই অবিনাশী নাটকের (রিপিট) পুনরাবৃত্তি হবে বলে। প্রত্যেকে তখন আবার যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে। আর এসব কিন্তু কোনও আলাদা দুনিয়ায় নেই, যদি তাই থাকতো তা হলে আর আমরা এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছি বা কেন ? তাই তো আমরা বাবার উদ্দেশ্যে বলে থাকি, বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবারও এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও, গীতার জ্ঞান শুনিয়ে পবিত্র বানাও ইত্যাদি। আমরা কিরূপে এত পতিত হয়েছি, তা কিন্তু এরা কেউ জানেই না। তবে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন জানো, একদা তোমরাই পূর্বে পবিত্র-পাবন ছিলে। এভাবেই আবার নতুন করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (রিপিট) হতে থাকে। বাবা এখন জানাচ্ছেন -- বাচ্চারা, এখন আবার সময় হয়েছে তোমাদের নিজধামে ফিরে যাওয়ার । যেখানে এখন সেই ঘরে কেবল তোমাদের বাবাই থাকেন। জগতের মানুষ বলে (পরমাত্মা) বাবা পরমধাম নিবাসী, তারপরের মূহূর্তেই তারাই আবার ভুলেও যায়। আত্মারাও সেই ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী। আর এই দুনিয়াটা হলো সৃষ্টির দুনিয়া, তাই এখানে শরীরধারী মানুষেরা থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে থাকা আত্মারা আবার এখানে আসে তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য। আর তার উপরেই হলো আকাশ-তত্ব। পা তো সকলেরই এই পৃথিবীতেই থাকে, কিন্তু শরীরের বাকি অংশ, তা কোথায় থাকে ? তা তো সেই আকাশ-তত্বেই থাকে। সেখানে আত্মারা থাকে তারার স্বরূপ হয়ে। কারণ সেখানে এমন নয় যে, যার ফলে আমরা (আত্মারা) নীচে পড়ে যাবো। যেমন বিজ্ঞানীরা রকেট চড়ে আকাশ-তত্বে যায়, সেখানে চারদিক পরিক্রমা করে, আবার রকেট থেকে বাইরেও বেরিয়ে আসে। কিন্তু নীচে পড়ে যাবার কোনও ভয় বা সম্ভবনাও নেই, সেটাও তারা নিজোরাই লিখে থাকে। *আকাশ তত্বের এতই আকর্ষণ ক্ষমতা থাকার কারণেই মানুষ সেখানে অবস্থান করতে পারে। তাহলে এত ছোটো আত্মা সেই মহাতত্বে কেনই বা থাকতে পারবে না* ? সেটাও একটা থাকার যোগ্য স্থান অনশ্যই। তা না হলে সূর্য, চন্দ্র ও তারারা এত বিশাল আকারের হওয়া সত্বেও সেখানে কিভাবেই বা থাকে! এগুলি তো আর কোনো দড়ির মাধ্যমে যুক্ত নয়। আসলে এইসব আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে। আমরা ব্রাহ্মণেরাও সেই অনুযায়ী ৮৪ জন্ম চক্রে আসি। কল্প-বৃক্ষ হল এক আকারের বৃক্ষ-স্বরূপ, যার অনেক শাখা-প্রশাখা ও ছোট ছোট ডালপালাও যা সহজে চোখে পড়ে না। বাবা আমাদের বাদামের

খোসা ছাড়ানোর মতন করে বোঝান যে, যে সকল আত্মারা পরের দিকে আসে, তারা তো অনেক কম বারই জন্ম নেবে। বাবা তো আর সবার এক এক করে এ সবের হিসাব করে দেখাবেন না! তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো জানো, ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। যার দ্বারা স্থাপনা হয়, তিনিই আবার পালনাও করবেন। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এঁরা তিন জনই হলেন পৃথক পৃথক দেবতা-স্বরূপ। তবে এমন নয় যে, ব্রহ্মার তিনটে মুখ। না, সেটা কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। এসব কারণেই বাবা বলেন -বাচ্চারা, তোমরা একদম অবুঝ হয়ে পড়েছ। তাই তো বাবা আসেন তোমাদের আবার বুদ্ধিমান করে তোলার জন্য। তোমরা এখন সব 'সীতা'-রা রাবণের অধীনস্থ বন্দী হয়ে রয়েছ। *তোমরাই পূর্বে বাঁদর ছিলে। রাম তোমাদের সেনায় নিযুক্ত করে মন্দিরের উপযুক্ত করেছেন*। এখন আবার নতুন রাজধানী স্থাপনা হতে চলেছে, তাই যে যেমন শ্রীমতে অনুসারে চলবে, সে তেমনই উচ্চ পদের অধিকারী হবে। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, আমাদের ব্রহ্মাবাবা ও মাম্মা তাদের পুরুষার্থের নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম পদাধিকার প্রাপ্ত করেছেন। যদিও এখন তারা এই স্থূল লোকে তোমাদের সামনেই বসে আছে, তাদেরকে তোমরাই আবার সুক্ষ্ম লোকেও এবং তারপরে আবার ব্রহ্মাণ্ডের বৈকুন্ঠেও তাদের আবার বসে থাকতে দেখেছো। প্রথমদিকে তো অনেককেই এই দর্শণ করানো হয়েছে। তাই বলে তো তোমরা সবাই আর কৃষ্ণ হবে না! শ্রীকৃষ্ণের ছোটো বেলার অনেক লীলাই তো দেখানো হয় তোমাদের পুরুষার্থ করানোর জন্য। পুরুষার্থ ছাড়া কেউ তো আর মহারাজা-মহারাণী হতে পারে না। যারা দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা, একমাত্র তারাই এখানে এসে থামে। তারা বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বাবা আমরা আপনাকে কখনই ছাড়ব না।" এসব বলা সত্বেও অনেক আত্মা আবার সেই বাবাকেই ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারাই একসময় মনোযোগ সহকারে বাবার কথা শুনতো, সবাইকে সেসব কথা আবার শোনাতো, আবার তারাই কেউ কেউ বাবাকে ছেড়ে চলে যেত। যদিও এ সবই অনেক দিন আগের কথা। এখনও অবশ্য এরকম কিছুটা হয়ে থাকে। বলা হয় আগের কল্পেও এইরকমই বাবার কাছে থেকেও, তাদের আবার চলে যাওয়ার কাহিনীও বিদ্যমান আছে। তাই কারো উপরেই আর ভরসা করা যায় না। যেরকম নিজের শ্বাসের উপরও কোনও ভরসা নেই। তাই তো বাবার স্মরণে থেকেও মৃত্যু বরণ করতে হয়। ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করেও অনেকে মারা যায় অথবা বাবার হাত ছেড়ে দেয়। বাবা বার-বার বাচ্চাদের বোঝান যে, তোমাদেরকে এখন সুইট হোমে যেতে হবে, তাই তো বাবাকে আর পরমধামের কথা মনে পড়ে তোমাদের। ভক্তিমার্গেও তোমরা অর্ধকল্প ধরে বাবার স্মরণেই তো ছিলে, কিন্তু নিজের ধামকে না জানার কারণে কেউ-ই সেখানে ফিরে যেতে পারে নি। কিন্তু তারা তবে কিভাবেই বা ঈশ্বরীয় ধামের পবিত্র যাত্রী হবে ? তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন সেখানকার প্রকৃত যাত্রী হয়েছো। যারা বেশী সময় বাবার স্মরণে থাকতে পারে, তাদের সব পাপ ভষ্ম হয়ে দূর হয়ে যায়। তবে এই ধর্মীয় যাত্রার প্রতি অবশ্যই আমাদের নজর রাখতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত ৮ ঘন্টা তোমরা এই ঈশ্বরীয় সেবায় যুক্ত থাকতে পারো, তা হলে তো সেটা খুবই ভালো এবং এর মাধ্যমেই তোমরা শান্তি আর পবিত্রতার প্রকম্পন (ভাইব্রেশন) ছড়াতে সক্ষম হবে। একমাত্র তাঁর স্মরণে থাকলেই সবরকম বিকর্মও বিনাশ হবে আর উচ্চ পদাধিকার প্রাপ্ত করবে। এইজন্যই তো বলা হয়- *নিশীথ রাতের যাত্রীরা, তোমরা নিজেদেরকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ভেবো না* কলিযুগের শেষ হওয়া মানেই ব্রহ্মারও রাত সম্পূর্ণ হওয়া। সবাইকে এবার অবশ্যই নিজের ঘরে যেতে হবে, তাই সর্বদা সেই পবিত্র ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের এবার বিদায় নেওয়ার পালা, তাই দেহভান থেকে মুক্ত হতে হয়ে দেহী-অভিমানী হতে হবে। এটাই হল স্মরণের যাত্রা। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ওঁনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কঠোরভাবে নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, কখনোই বাবার হাত ছাড়ব না। বাবাকে এবং পরমধামকে বার বার প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করতে হবে।

২) দেহী অভিমানী হওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। পাঁচ বিকার রূপী রাবণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে এবং মন্দিরের উপযুক্ত (দেব-দেবী) হওয়ার জন্য যথার্থ ভাবে পুরুষার্থ করে যেতে হবে।

বরদান :- নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোলিং) ক্ষমতার দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বিন্দু (ফুলস্টপ) লাগাতে সক্ষম সদা সমর্থ আত্মা হও (ভব)।

বিন্দু-স্বরূপ বাবা আর বিন্দু স্বরূপ আত্মা -- এই দুয়েরই স্মৃতিতেই তোমরা ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু লাগানোর উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারো। সমর্থ আত্মারা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে। তারা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাই করে না, কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বজায় রেখে পরিবর্তণ করাবার শক্তিকে কাজে লাগায়। তাদের মধ্যে যে কোনও ভুলকে, সঠিক করার শক্তি যথেষ্ট থাকে, তবুও তারা একথা কখনই বলে না যে, 'আমাকেই কেন এসব সহ্য করতে হবে বা আমাকেই কেন মরতে হবে!' সমর্থক আত্মারা এমনটাই বোঝে যে, প্রকৃত অর্থে এটা কোনো মরা নয়, আসলে তা হল, স্বর্গের স্ব-রাজ্যের অধিকারী পাওয়া।

স্লোগান :- বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত সেই হতে পারে, যার প্রতিটি সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তার বিশেষত্ব থাকে।